The Daily Star






রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১৫ শ্রাবণ ১৪১৬
৩০ জুলাই ২০০৯

## বাণী

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০০৯' পালিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদ সম্ভাবনাময় একটি খাত। দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ করে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও খাতটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র নিরসনে মৎস্য চাষের অবদান অনস্বীকার্য। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০০৯ এর প্রতিপাদ্য 'প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ-দিন বদলের সুবাতাস' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। সম্ভাবনাময় এ খাতের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণের জন্যও আমি সকলের প্রতি আহবান জানাই।

আমি 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০০৯' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ শ্রাবণ ১৪১৬
৩০ জুলাই ২০০৯

## বাণী

দেশের মৎস্য খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, মুল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অধিকহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে মূল্যবান অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

'প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ - দিন বদলের সুবাতাস' এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গৃহীত কর্মসূচি সুন্দর ও স্বার্থকভাবে বাস্তবায়িত হলে সরকারের ঘোষিত দিন বদলের সনদ বাস্তবায়ন আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



মন্ত্রী
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

১৫ শ্রাবণ ১৪১৬
৩০ জুলাই ২০০৯

## বাণী

দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, জলজ জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ এবং প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য আদিকাল হতে প্রাকৃতিক জলাভূমিতে উৎপাদিত মাছের উপর নির্ভর করে আসছে। প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক মৎস্যকূলের আবাসস্থল এর আশংকাজনক অবক্ষয় ও পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে তাদের বংশ বিস্তার ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এদেশের স্বাদু পানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে দু'শতাধিক মাছই হচ্ছে আমাদের দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছ, যাদের মধ্যে ৫৪ প্রজাতির মাছ আজ বিপন্ন অবস্থায় আছে। এসব বিপন্ন প্রায় প্রজাতির পুনরাবির্ভাব ঘটাতে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সম্ভাবনাময় মৎস্য খাতের বিস্তৃত ক্ষেত্র ও সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনাকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ খাতের প্রবৃদ্ধির গতিধারা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করতে হলে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

দেশের মৎস্য সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ৩০ জুলাই হতে ৫ আগস্ট ২০০৯ সময়কালে বিভিন্ন গণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। "প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ - দিন বদলের সুবাতাস" এবারের এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত দিন বদলের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাছে-ভাতে আত্মনির্ভর একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সকলকে একাত্ম হয়ে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত প্রতিটি কর্মসূচির সাফল্য প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস)



সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৫ শ্রাবণ ১৪১৬
৩০ জুলাই ২০০৯

## বাণী

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মৎস্য উপ-খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এখনও রপ্তানি বাণিজ্যে মৎস্য খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৩.৭৪ ভাগ এবং রপ্তানি আয়ের প্রায় শতকরা ৪.০৪ ভাগ আসে মৎস্য খাত হতে। বর্তমানে আমাদের দেশে বাৎসরিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ মাত্র ১৩.৫ কেজি, যা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। মাছ চাষের বহুবিধ প্রযুক্তি ও পদ্ধতির সংশ্লেষ ঘটিয়ে এদেশের সকল জলাশয়ে মৎস্য চাষের ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের বিশাল জলসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখা এখন সময়ের দাবী।

দেশের ২৮ লক্ষ হেক্টর প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ এনে মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছের বংশ রক্ষা, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ৩০ জুলাই - ৫ আগস্ট দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সারা দেশের মানুষকে সচেতন করে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য গণমাধ্যম, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচারণা, বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ, পোস্টার, লিফলেট বিতরণসহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এবারের মৎস্য সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য "প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ - দিন বদলের সুবাতাস"। এ শ্লোগানকে কার্যকর করার লক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী গৃহীত কর্মসূচি সফল ও সার্থক বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকলের সার্বিক অংশগ্রহন জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ মৎস্য খাতের উন্নয়নে ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলে আমি আশা করছি।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ শাহ্ আলম)

## মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কৌশল

মোঃ রফিকুল ইসলাম
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। মৎস্য কৃষি খাতের একটি অন্যতম প্রধান উপ-খাত যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের ৬০ শতাংশ, রপ্তানি আয়ের প্রায় ৪.০৪ শতাংশ, মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৭৪ শতাংশ, দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২১ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান। বিগত ২০০৮ সালে মৎস্য উপখাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.০ শতাংশ। দেশের প্রায় ১.২৫ কোটি জনগোষ্ঠি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। আমাদের দেশে প্রায় ৪.৯ মিলিয়ন হেক্টর অভ্যন্তরীণ পানিসম্পদ রয়েছে যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৩৪ শতাংশ। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০১৫ সালের মধ্যে নির্দিষ্ট ৮টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টিচাহিদা পূরণ, শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা আনয়ন এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন অন্যতম। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে মৎস্য উপখাতকে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা 'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশ : সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ২০১৩ সালের মধ্যে দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, গ্রামীণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমানের ২.৮ কোটি বেকারের সংখ্যা ২০১৩ সালে ২.৪ কোটি এবং ২০২১ সালে ১.৫ কোটিতে হ্রাস করা, দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা, হত দরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিস্তৃতি ইত্যাদি উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

**'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশ : সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় মৎস্য সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা**

- অধিক পরিমাণ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ এবং মাছ চাষে উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Good Management Practice – GMP)-র প্রবর্তন।
- সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সংশোধন করে খাস জলাশয় ও জলমহাল প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নিকট বন্দোবস্ত দেয়ার মাধ্যমে জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- মুক্ত জলাশয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং মাছ ও চিংড়ি চাষ কার্যক্রমে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও নারীদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা।
- মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান দরিদ্র্যের সংখ্যা ৬.৫ কোটি হতে ২০১৩ সালে ৪.৫ কোটিতে এবং ২০২১ সালে ২.২ কোটিতে হ্রাস করার ক্ষেত্রে অবদান রাখা।
- আয়তন নির্বিশেষে গৃহস্থালী সব ডোবা-পুকুর মাছ চাষের আওতায় এনে 'একটি বাড়ি একটি খামার' শীর্ষক কৃষি উন্নয়ন মডেল বাস্তবায়নে কার্যকর অংশগ্রহণ।
- হতদরিদ্র্য মৎস্যজীবীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা, বিশ্বায়ন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি মোকাবেলায় কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার।
- বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন।

**মৎস্যসম্পদের উৎস ও মৎস্য উৎপাদন :** দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে মৎস্য অধিদপ্তর। এ সংস্থার উদ্দেশ্য হলো মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি, তথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন।

**স্বয়ম্ভরতা অর্জনে মৎস্য চাহিদা :** মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রণীত রোডম্যাপে ২০১৫ সালে দেশে মোট মৎস্য চাহিদা ৩৫.৪০ লক্ষ মে. টন নির্ধারণ করা হয়েছে। একজন মানুষের দৈনিক খাদ্যে প্রাণিজ আমিষ চাহিদা ১৮ গ্রাম মিটাতে গড়ে প্রতিদিন ৫৬ গ্রাম মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশে মাছের উৎপাদনে বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৫.০ শতাংশ। বিগত বছরগুলোতে নদী এবং গভীর সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন বাড়াতে হলে অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। বিদ্যমান প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে ২০০৮-০৯ সালে অতিরিক্ত ১.৬০ লক্ষ মে.টনসহ মোট ২৭.২৩ লক্ষ মে.টন এবং ২০১২-১৩ সাল নাগাদ ৩৪.৭৮ লক্ষ মে.টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হলে দেশের অভ্যন্তরীণ মাছের চাহিদা পূরণ করেও ২০১২-১৩ ও ২০২০-২১ সাল নাগাদ যথাক্রমে ২.০০ লক্ষ মে.টন ও ৩.৫০ লক্ষ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে অধিক পরিমাণে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভবপর।

**মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্র :** নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মৎস্য সম্পদের উৎসভিত্তিক বর্তমানে চালু বিভিন্ন কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি নতুন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২০১২-১৩ সালে নির্ধারিত মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিমিত্ত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন পরিকল্পনাভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, প্রদর্শনী খামার স্থাপন এবং চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের পুকুর-দিঘীতে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মাছ ও চিংড়ি চাষ নিবিড়করণ এবং বিশাল প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ অব্যাহত আছে। ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ, মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান, খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন জোরদার করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা জোরদার এবং প্লাবনভূমি ও পুকুর-দিঘীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

**প্রবহমান নদী ও জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন :** অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় তথা নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও প্লাবনভূমি বিশিষ্ট মৎস্যসম্পদের এসব উৎস সরকারি খাস জলাশয়ের অর্ন্তভূক্ত যা সংখ্যায় ১০ হাজারের অধিক।

এসব উৎস হতে প্রাকৃতিকভাবে আহরিত মৎস্যসম্পদের উপর মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিগত তিন দশকে এসব উৎস হতে প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছে। জৈবিকভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের কোন পদক্ষেপ না থাকা, মাছের অতিআহরণ, পরিবেশ দূষণ, প্রজনন ও চারণভূমি হ্রাসের কারণে প্রাকৃতিক প্রজনন বিঘ্নিত হওয়ায় Natural Recruitment হ্রাস পাওয়া, নির্বিচারে সব ধরনের মৎস্য আহরণ, কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের খাস জলাশয় ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকা ইত্যাদি কারণে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে। রাজস্বভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে উৎপাদন পরিকল্পনাভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন এবং সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে জলমহালে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অধিকার ও জৈবিক ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে মুক্ত জলাশয়ের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

**প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ :** মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে দেশের প্রায় ৪৫০টি জলাশয়ে পাঁচ শতাধিক সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরী করে স্থানীয় মৎস্যজীবী এবং জলাশয় তীরবর্তী অন্যান্যদের সম্পৃক্ততায় মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কার্যক্রমভুক্ত জলাশয়সমূহের জীববৈচিত্র্য লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন ২.০০ মে.টন পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে প্লাবনভূমিতে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন মাত্র ২৮৯ কেজি। প্রস্তাবিত বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্লাবনভূমির বর্তমান গড় উৎপাদন হার হেক্টর প্রতি ২৮৯ কেজি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪৯৫ কেজিতে উন্নীত হবে।

**পুকুর-দিঘীতে মৎস্যচাষ নিবিড়করণ :** দেশের পুকুর-দিঘীতে বর্তমানে বার্ষিক গড় মৎস্য উৎপাদন হেক্টর প্রতি ২.৮৪ মে.টন। প্রশিক্ষিত সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারনের মাধ্যমে দেশের সব পুকুর-দিঘী লাগসই মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে পুকুরের ক্ষেত্রে এ উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৭.০-৮.০ টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে। আগামী ২০১২-১৩ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৩.৪০ মে.টনে উন্নীত করে মাছের চাহিদা পূরণে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

**জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন :** ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। দেশে মাছের মোট উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। একক প্রজাতি হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। ইলিশ আহরণ করা হয় নদী, উপকূলীয় মোহনা ও সমুদ্র থেকে। কর্মসংস্থানেও ইলিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলার প্রায় ৪.৫ লক্ষ মৎস্যজীবী ইলিশ আহরণে নিয়োজিত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। প্রতি বছর প্রায় ৪-৫ হাজার মে. টন ইলিশ রপ্তানি করে দেশ প্রায় ৭০-৯০কোটি টাকার সমপরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় স্থিরকৃত মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এজন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা, প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ আহরণ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা এবং জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও ভিজিএফ কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করে নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত আপদকালীন খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প ও ইলিশ রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লিখিত কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১২-১৩ সাল নাগাদ ইলিশের উৎপাদন প্রায় ৩.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

**পরিবেশবান্ধব চিংড়িচাষ সম্প্রসারণ :** বর্তমানে দেশের সব ধরনের উৎস থেকে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২.২৩ লক্ষ মে.টন। বর্তমানে উপকূলীয় লোনা পানিতে অন্যান্য ফসল, যেমন-ধান, মাছ, লবণ ইত্যাদির সাথে প্রায় ১.৭০ লক্ষ হেক্টর ঘের/খামারে বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয়। জোয়ারের পানির সাথে অন্য প্রজাতির চিংড়িও এসব ঘেরে প্রবেশ করে থাকে, যা সাথী ফসল হিসেবে উৎপাদিত হয়। দেশে বর্তমানে স্বাদু পানির প্রায় ০.৪৭ লক্ষ হেক্টর পুকুর, ধানক্ষেত ও ঘেরে গলদা চিংড়ির চাষ করা হয়। চিংড়িচাষ এলাকায় চিংড়ি ছাড়াও প্রায় ০.০৪ লক্ষ মে.টন বিভিন্ন প্রজাতির সাদা মাছ উৎপাদন হয়। দেশে উপকূলীয় চিংড়িচাষের এলাকা সম্প্রসারণের তেমন সুযোগ নেই। স্থিরকৃত মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আগামী ২০২০-২১ সাল নাগাদ দেশব্যাপী স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ এলাকা সম্প্রসারণ করে ২.৪০ লক্ষ হেক্টরে উন্নীত করার সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। পরিবেশবান্ধব চিংড়িচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে হেক্টর প্রতি চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত আছে।

**প্রযুক্তির প্রয়োগ :** মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার 'বাংলাদেশ : সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে মাছ ও চিংড়িচাষিদের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সেবা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানের লক্ষ্যে UNDP-র আর্থিক সহায়তায় দেশের ১০টি জেলার ১০টি উপজেলা ও উক্ত উপজেলাসমূহের ১০টি গ্রামে e-Extension Service for Need based Aquaculture Extension শীর্ষক পরীক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আশা করা যায় এ কর্মসূচি দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে অধিকতর সামর্থ্যবান করে তুলবে- যা বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সহায়ক অবদান রাখতে সচেষ্ট হবে।

**সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা :** বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন মূলতঃ আহরণ নির্ভর। উপকূলব্যাপী ৭১০ কি.মি. দীর্ঘ তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কি.মি. বিস্তৃত বিশাল সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসম্পদে ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি এবং ৪৭৫ প্রজাতির মাছ রয়েছে। বিগত ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বঙ্গোপসাগর হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রল ফিশিং-এর আওতায় ০.৩৪ লক্ষ মে. টন এবং আর্টিসনাল মৎস্য আহরণের মাধ্যমে ৪.৬৩ লক্ষ মে. টনসহ মোট ৪.৯৭ লক্ষ মে. টন মৎস্য আহরণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদের ন্যায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৎস্যজীবীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের স্থায়ীত্বশীল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন করে ফিশিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, মৎস্য সম্পদের প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ মাত্রা (Maximum Sustainable Yield–MSY) নির্ণয় করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্য আহরণ কার্যক্রম এর সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি (Monitoring, Control and Surveillance–MCS) কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য IDB এর আর্থিক সহায়তায় Bangladesh Marine Fisheries Capacity Building Project শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় যথাযথ কৌশল নির্ধারণ সম্ভব হবে।

**উপসংহার :** সাম্প্রতিককালে প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে। দেশের প্রায় ২৮ লক্ষ হেক্টর প্লাবনভূমিতে এ পদ্ধতির চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে ব্যাপক জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের সামগ্রীক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এছাড়া প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ, জৈবিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চাষ পদ্ধতির নিবিড়করণ ও সকল ধরনের জলজসম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ -২০০৯ এর প্রতিপাদ্য ' প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ দিন বদলের সুবাতাস' - শ্লোগানকে সামনে রেখে মৎস্য অধিদপ্তর সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় দেশের মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটিয়ে আমাদের ঐতিহ্য মাছে ভাতে বাঙ্গালী - এ গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট থাকি।